আইপি বিপ্লব

কম খরচের টেলিফোন

আমাদের দেশে আমরা সাধারণ টিএন্ডটি'র টেলিফোনের পাশাপাশি মোবাইল ফোন ব্যবস্থার সাথেও ভালই পরিচিত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই দুটোরই একটি বড় ধরনের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করব যে, এই ফোনগুলোর অধিকাংশই আমরা নিজ শহরের ভিতরে ব্যবহার করতেই অভ্যস্ত। বর্তমানে টিএন্ডটির গ্রাহক সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৬৫ লাখ। আর ৪টি মোবাইল ফোন কোম্পানীর গ্রাহক সংখ্যা ১০ লাখের কিছুটা বেশি। তার মধ্যে টিএন্ডটি'র পরিধি দেশব্যাপী হলেও খরচ অনেক বেশি। আর মোবাইল ফোন কোম্পানীগুলো তাদের কার্যক্রম দেশের অনাচে কানাচে পৌছে দেবার কথা বললেও এই অগ্রগতি বেশ ধীর।

আবার, মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা অনেক বেশি হলেও এই গ্রাহকদের সুযোগ সুবিধা অনেক কম। টিএন্ডটি'র গ্রাহকরা দেশের যেকোন স্থানে টিএন্ডটি'র মাধ্যমে ফোন করতে পারেন।

মোবাইল ফোন কোম্পানীগুলোর মধ্যে কেবল গ্রামীণ এক্ষেত্রে বেশ এগিয়ে গেলেও, অন্য কোম্পানীগুলো বেশ কিছুটা পেছনে। আবার, বিভিন্ন প্যাকেজের আওতায় অনেক মোবাইল থেকেই টিএন্ডটি'তে ফোন করা কিংবা টিএন্ডটি'র থেকে কল রিসিভ করা সম্ভব হয় না।

আর যদি এক্ষেত্রে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের কথা চিন্তা করা হয়–তবে টিএন্ডটি'র মাধ্যমে তা করা সম্ভব। অবশ্য এতে যে বেশি পরিমাণ খরচ হয়, তাতে সহজে কেউ আইএসডি'র মাধ্যমে বিদেশে ফোন করতে খুব একটা আগ্রহী হবে না। আর কেউ যদি এ অবস্থায় মোবাইল ফোনে আইএসডি সুবিধা চান, তবে তাকে মোবাইল কোম্পানীকে আইএসডি কল বাবদ মোটা অঙ্কের চার্জ তো দিতেই হবে- সাথে অতিরিক্ত হিসেবে দিতে হবে টিএন্ডটি'র আইএসডি চার্জ।

অন্যদিকে, একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বাংলাদেশের মেবাইল ফোন গ্রাহকের প্রায় ৭০ শতাংশই হলো মোবাইল টু মোবাইলের গ্রাহক। এ অবস্থায় যদি এমন একটা সুবিধা পাওয়া যায় যে, একটি টিএন্ডটি'র কল এবং মিনিট প্রতি ৭-১০ টাকা খরচে আমেরিকায় কথা বলা যাবে। কিংবা একটি মোবাইল টু মোবাইল ফোন ব্যবহার করে মোবাইলের লোকাল কল করে ৭-১০ টাকা মিনিটে খরচ করে আমেরিকায় কথা বলা সম্ভব। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। টেলিফোনী তথা এমনই একটি সার্ভিস পাওয়া সম্ভব ইন্টারনেট টেলিফোনী তথা ইন্টারনেট ফোনের কল্যাণে। আর এর ফলে আমেরিকায় ১০ মিনিট কথা বলতে খরচ পড়বে ৭৫-৮০ টাকার কাছাকাছি। যেখানে টিএন্ডটি থেকে ফোন করলে এই খরচ পড়ত প্রায় ৩০০ টাকার মত।

কী এই প্রযুক্তি?

আমরা অনেকেই নেট টু ফোনের কথা জানি। নেট টু ফোনে যা করতে হয়, তা হলো একটি কম্পিউটারকে ইন্টারনেটে সংযুক্ত করে-একটি সফটওয়্যার ও আনুষঙ্গিক খরচের একটি কার্ড (যাতে থাকে একটি পিন নম্বর) এবং কম্পিউটারের স্পীকার ও মাইক্রোফোন ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশের ফোনে সরাসরি ফোন করা যায়। আর এসব সার্ভিস প্রদানকারী কোম্পানীগুলো আমেরিকার বলে, সেদেশে কথা বলতে এই পদ্ধতিতে খরচ সবচেয়ে কম হয়। আর নেট টু ফোনেরই পরবর্তী ও বর্ধিত সংস্করণ হলো এই ইন্টারনেট ফোন বা ফোন টু ফোন।

কিভাবে কাজ করে এই প্রযুক্তি?

এর কার্যপদ্ধতি দৃশ্যত পিএবিএক্সে যেমন বাইরে থেকে ফোন আসলে তা মূল ফোনে আসে এবং এরপর তা অন্যকোন এক্সটেনশনে ট্রান্সফার হয়ে যায়। তেমনি ইন্টারনেট ফোনের ক্ষেত্রেও টিএন্ডটির কিংবা মোবাইল থেকে সার্ভিস প্রোভাইডারের নম্বরে ডায়াল করে তারপর ফোনের মাধ্যমেই পিন নম্বর দিয়ে পুনরায় কাঙ্খিত নম্বরে ডায়াল করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফোন করা যায় দেশের বাইরে। আর অন্য প্রান্তের ফোনটি যুক্ত থাকে একটি কম্পিউটারের সাথে আর কম্পিউটারটি থাকে সরাসরি ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত। ফলে টিএন্ডটি'র প্রচলিত আইএসডি ব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়েই ফোন করা সম্ভব হয় এবং টেলিফোন বিল হিসেবে শুধু একটি লোকাল কলের বিল দিতে হবে। আর সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছ থেকে কিনে নিতে হবে পিন নম্বর সম্বলিত ফোন টু ফোন কার্ড। যেটি ব্যবহার করে ফোন করলে প্রি-পেইড ইন্টারনেট কার্ডের মতই ক্রেডিট কমতে থাকে।

ইন্টারনেট ফোন কীভাবে ব্যবহার করবেন?

এই প্রযুক্তির ব্যবহার সাধারণ ফোন থেকে ফোন করার মতই সহজ। প্রথমে আপনার থাকতে হবে একটি ফোন। টিএন্ডটি'র স্থায়ী ফোন হলে ভালো হয়– আর তা না থাকলে একটি মোবাইল ফোন থাকলেও চলবে। এরপর আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে ফোন কার্ড। আপনার বাড়ির আশেপাশের যেকোন ফোন ফ্যাক্সের দোকান, সাইবার ক্যাফে এমনকি ইলেকট্রিক্যাল পার্টসের দোকানেও পেতে পারেন এইসব ফোন টু ফোন কার্ড। তাছাড়া এলিফ্যান্ট রোড, পান্থপথ কিংবা বিসিএস কম্পিউটার সিটির দোকানগুলোতেই পাওয়া যাবে এই কার্ড। নেট টু ফোন, ফোন টু ফোন, ফোর ই কল, ওয়ার্ল্ড কালার, আইমার্ট ক্ল্যাসিক, বাংলা ফোন ইত্যাদি নামের অসংখ্য কার্ড পাওয়া যাবে যার মূল্য মোট ক্রেডিটের পরিমাণের উপর নির্ভর করে ৩০০ টাকা থেকে শুরু করে ১২০০ টাকার মধ্যে হতে পারে। তবে কার্ড কেনার সময় জেনে নিতে হবে কোনটির জন্য কম্পিউটার লাগবে এবং কোনটির জন্য শুধু একটি টেলিফোন থাকাই যথেষ্ট।

প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ঃ সম্ভাবনা ও সমস্যা

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই ইন্টারনেট ফোনের ব্যাপারে সচেতন না হলেও 'মাত্র ১০ টাকায় বিশ্বের প্রায় দেশে ফোন করা যায়' জাতীয় বিজ্ঞাপনের সাথে পরিচিত। আর এত অল্প খরচে বিদেশের সাথে কথা বলার সুযোগ দেবার কৃতিত্ব টিন্ডটি'র কর্তা-ব্যক্তিদের সাথে যোগসাজশে নয়, বরং এই ইন্টারনেট ফোনের কল্যাণে। কিন্তু এই পদ্ধতি যে কার্ড কিনে বাড়িতেও ব্যবহার করা যায়-এ ব্যাপারে বহু লোকই অজ্ঞ। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াতে পারে, এত ভাল ও সস্তা একটি প্রযুক্তির সঠিক প্রচারণা নেই কেন!

তার কারণ, ইন্টারনেট ফোনই...হলো বহুল প্রচলিত ভয়েস ওভার আইপি'র একটি প্রকৃষ্ট ব্যবহার। আর যেহেতু ভয়েস ওভার আইপি বাংলাদেশে নিষিদ্ধ-তাই ইন্টারনেট ফোনও নিষিদ্ধ। কিন্তু সত্যি কথা এই যে, আইন করে প্রযুক্তিকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। গত বছরই ভারতে এই প্রযুক্তি বৈধতা লাভ করেছে। আমাদের দেশে পত্র-পত্রিকা ও সংশ্লিষ্ট মহলও এ বিষয়টিকে বেশ সিরিয়াসলি নিয়েছেন। আলাপ-আলোচনা হয়েছে এবং ভিওআইপি বৈধ করার ব্যাপারে বাংলাদেশ টেলিফোনী রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ মারগুব মোর্শেদ প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে সুপারিশ করে সুপারিশমালাও জমা দিয়েছেন গত ২৯ ডিসেম্বর। বিষয়টি বর্তমানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে। সৈয়দ মারগুব মোর্শেদ তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন, এই প্রযুক্তি বিশ্ব স্বীকৃত ও সমাদৃত। এবং আমাদের দেশেও এক শ্রেণীর ব্যক্তি ও তথাকথিত আইএসপি'র তৎপরতায় ইন্টারনেট ফোনের ব্যবহার রয়েছে। অতএব, বিষয়টিকে বৈধ করার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ানো সম্ভব।

একই প্রসঙ্গে আইএসপি এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি প্রকৌশলী এসএম ইকবাল বলেন, সংশ্লিষ্ট মহল ভালো করেই জানে কারা কল টার্মিনেট করছে। কিন্তু তারা সবসময়ই একচেটিয়াভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের দোষের ভাগীদার করছে সাধারণ আইএসপিগুলোকে। আবার, বাইরে থেকে নেট টু ফোন কার্ড আমদানী করেন, এমন এক উদ্যোক্তা ইথারনেট কম্পিউটার্সের ডঃ জেলাল শফি জানান, তার আমদানীকৃত কয়েক লাখ টাকার নেট টু ফোন কার্ড বিমান বন্দরে আটকে রাখা হয়েছে। অথচ, এগুলো না আটকে শুল্ক ও ভ্যাট আদায় করে ছেড়ে দিলেই বরং সরকার যেমন রাজস্ব পেত-তেমনি সাধারণ মানুষও কম খরচে বিদেশে টেলিফোনে কথা বলতে পারত।

সৈয়দ মারগুব মোর্শেদ তার সুপারিশমালায় বাংলাদেশের জনগণ টেলিফোনের ব্যবহার খরচ বেশি বলে টেলিফোন কম ব্যবহার করে বলে উল্লেখ করে লিখেছেন, এই ব্যবহারের পরিমাণ বাড়াতে টেলিফোন ব্যবহারের খরচ কমানোর ক্ষেত্রে ইন্টারনেট টেলিফোনী একটি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ– যা বিশ্বের সব দেশই ব্যবহার করছে। সৈয়দ মারগুব মোর্শেদ জনগণের এ চাহিদার কথা বুঝেছেন। এখন আমাদের নীতি-নির্ধারকেরা এর গুরুত্ব বুঝে সাধারণ মানুষকে কম খরচে বিদেশে বলার সুযোগ দিবেন –এটাই আমাদের কাম্য। ❑ এম হোসেন